দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০২৩ (পৃষ্ঠা : ০৫)

হেক্টরে গড় ফলন ৭ দশমিক ৬ টন

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ ব্রি ধান ১০৫

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ নতুন উদ্ভাবিত ব্রি ধান ১০৫ আবাদে সাফল্য মিলেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে শোভা পাচ্ছে এ ধান। জানা যায়, চলতি বছরের মার্চে চাষের অনুমোদন পায় নতুন উদ্ভাবিত ব্রি ধান ১০৫। তারপর ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে ধানটি চাষাবাদ করা হয়। এটি বোরো মৌসুমের ধান হলেও আমন মৌসুমে বীজ হিসেবে চাষাবাদ করা হয়েছে। এতে আশানুরূপ ফলন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ও প্রধান ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমরা গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কাজ করি। আমাদের গবেষণা মাঠে উৎপাদিত ব্রি ধান ১০৫ এর বীজ দিয়ে আসন্ন বোরো মৌসুমে ৩ জেলায় এ ধানের চাষাবাদ কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। ব্রির সর্বশেষ জাত হলো ব্রি ধান ১০৫। একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন ডায়াবেটিক ধান।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে দেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবেটিস রোগীরা রক্তে সুগারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় সাধারণত এক বেলা ভাত খান। তাদের কথা চিন্তা করে ব্রির বিজ্ঞানীরা এ জাতটি উদ্ভাবন করেছেন। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা এ ধানের চালের ভাত নিরাপদ মনে করে খেতে পারবেন। লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন এ ধানের চালের ভাত খেলে ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে শর্করা খুব কম যাবে। ব্রির প্রধান কার্যালয়ে পুষ্টি গবেষণা বিভাগের পরীক্ষায় ব্রি ধান ১০৫-এর পুষ্টিমান নির্ণয় করা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ীর উপপরিচালক আ. কাদের সরদার বলেন, ব্রি ধান ১০৫ ডায়াবেটিস রাইসের পর্যাপ্ত বীজ পেলে গোপালগঞ্জ জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। এতে ডায়াবেটিস রোগীরা উপকৃত হবেন। তারা একটু বেশি ভাত খেতে পারবেন। এ জাতের ধানের গাছ আকারে বড়। তাই খড় গোখাদ্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইন্টিফিক অফিসার সৃজন চন্দ্র দাস জানান, নতুন উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে ব্রি-১০৫ বোরো মৌসুমের একটি কম জিআই সম্পন্ন ডায়াবেটিক ধান। এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো সবুজ পাতা, খাড়া ডিগ পাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দানা, যার জিআই মান ৫৫ দশমিক ০। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ডায়াবেটিক চাল হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। তিনি জানান, ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে। এ জাতের পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সেন্টিমিটার। গড় ফলন হেক্টরে ৭ দশমিক ৬ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ও অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৮ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

তিনি আরো জানান, এ জাতের দানার আকার ও আকৃতি মাঝারি সরু ও রং সোনালি। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন। এ জাতের ১ হাজারটি দানার ওজন ১৯ দশমিক ৪ গ্রাম। এতে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। রান্না করা ভাত ঝরঝরে এবং সুস্বাদু। তাই এ ধানের আবাদ করে কৃষক লাভবান হবেন।

গোপালগঞ্জ : ব্রি-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে শোভা পাচ্ছে ধান —ইত্তেফাক

১৪ বছরে
আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০২৩ (পৃষ্ঠা : ০৫)

ঝরা ধানে বাম্পার ফলন

● সামছুজ্জামান শাহীন, খুলনা

জমিতে কোনো ধরনের চাষ ও সেচ ছাড়াই এবার বোরো মৌসুমের ঝরা ধানে বাম্পার ফলন পেয়েছে খুলনার রূপসা উপজেলার চাষিরা। অসময়ে পতিত জমিতে এই ধান চাষ লাভজনক হওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের। বোরো মৌসুমে পাকা ধান কাটার পর মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ধান থেকে প্রাকৃতিকভাবে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ধানের চারা গজায়। এরপর জমিতে নিড়ানি দিয়ে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ধান গাছ দ্রুত বড় হয়।

এরই মধ্যে রূপসার জাবুসা বিলে চাষ ও সেচ ছাড়াই ঝরা পদ্ধতিতে বিরি ধান ৯৯, বিরি ধান ৬৭, বিরি ধান ৯২-এর বাম্পার ফলন পেয়েছেন কৃষক সুলতানুর রহমান। কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, এই সফলতাকে কাজে লাগিয়ে আউশ মৌসুমে পতিত জমিতে ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করা গেলে লাভবান হবেন চাষিরা।

জানা যায়, সুলতানুর রহমান ২০২২ সালে ছোট পরিসরে পতিত জমিতে পরীক্ষামূলক ঝরা ধানের আবাদ করেন। শুরুতে কিছুটা সাফল্য পাওয়ায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন তিনি। চলতি বছরে স্থানীয় কৃষি অফিসের তত্ত্বাবধায়নে প্রায় ১০ একর জমিতে ঝরা পদ্ধতিতে ধান চাষ করেন। আর তাতেই মিলেছে অবিশ্বাস্য সাফল্য।

পরিকল্পনা অনুযায়ী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পতিত জমিতে পড়ে থাকা ধানের বীজ থেকে ধানের চারা গজানোর পর তিনি বাকি জমিতেও ১০০ কেজির মতো ধান ছড়িয়ে দেন। বৃষ্টির পানিতে চারা একটু বড় হওয়ার পর লোকজন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দেন। চারা আরও বড় হলে পাঁচ-ছয় বস্তা ইউরিয়া প্রয়োগ করেন।

পতিত জমিতে চাষ ও সেচ ছাড়াই বিঘাপ্রতি ২০ মণ ধান উৎপাদন

চলতি ভাদ্র-আশ্বিনে তিনি ধান পেয়েছেন ৩৫০ মণ। যার বাজার মূল্য সাড়ে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। মাত্র ৫০ হাজার টাকা খরচ করে চার মাসে পতিত জমিতে তার আয় ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

সুলতানুর রহমান বলেন, বোরো মৌসুমের পর এই জমি পতিত পড়ে থাকে। এবার বোরো মৌসুমে ৩ লাখ টাকা খরচ করে তিনি ধান পেয়েছিলেন ৫০০ মণ। যা বিক্রি করেছেন ৫ লাখ টাকায়। লাভ প্রায় ২ লাখ টাকা। এবার আউশ মৌসুমে ঝরা ধানের উৎপাদন কিছুটা কম হলেও বিনা খরচে তিনি সাড়ে ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ টাকার ধান পেয়েছেন। এদিকে পতিত জমিতে বিনা চাষে ঝরা ধানের সফলতা পাওয়ায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আশপাশের চাষিরাও। তারা বলছেন, বোরো মৌসুমে ধান চাষ করতে গেলে বীজতলা তৈরি থেকে ধান রোপণ পর্যন্ত প্রচুর টাকা খরচ হয়। সেখানে সেচ, নিড়ানি ও সার দিতে হয়। কিন্তু বর্ষার সময় বিনা চাষ ও বিনা সেচে এভাবে ধানের বাম্পার ফলন দেখা যায়নি। রূপসা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফরিদুজ্জামান জানান, বিরি ধান ৯৯, বিরি ধান ৬৭ ও বিরি ধান ৯২ মূলত বোরো মৌসুমের ফসল। যা এবার আউশ মৌসুমে বিনা চাষে বাম্পার ফলন দিয়েছে। তিনি বলেন, বোরো মৌসুমের পর আমন-আউশ মৌসুমে বিলে বিঘার পর বিঘা জমি পতিত থাকে। কৃষক এবার আউশ মৌসুমে ঝরা পদ্ধতিতে ধান চাষের নতুন মাইল ফলক অর্জন করেছে। যা নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এতে আশপাশের কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আগামীতে একই পদ্ধতিতে আউশ মৌসুমে চাষাবাদ করলে পতিত জমিতে সোনা ফলানো সম্ভব।